# প্রযুক্তির সাথে তারকা রাকিব মোসাব্বির

**রেজাউর রহমান রিজভী**

সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক রাকিব মোসাব্বির। 'যারে আমার মন', 'সুখ পাখি', 'মন পাঁজর', 'নন্দিনী', 'মন উদাসী', 'সাত পাঁকের জীবন'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা তিনি। একক ও ফিচারিং মিলিয়ে বাজারে তার ২০টির বেশি অ্যালবাম রয়েছে। দেশের খ্যাতনামা সব অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকেই তার অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। এপার-ওপার দুই বাংলায়ই রাকিব সমানতালে কাজ করে চলেছেন।

ফিজিক্যাল সিডির পাশাপাশি অনলাইনে ও মোবাইল কনটেন্টেও রাকিব কিছুদিন ধরেই তার গানগুলোর প্রচার ও প্রসারে কাজ করছেন। রাকিবের ফেসবুক ফ্যানপেজ ভেরিফায়েড করা। ইউটিউবেও রাকিবের ভেভো চ্যানেল রয়েছে এবং সেটি ইউটিউব কর্তৃপক্ষ দিয়ে ভেরিফায়েড। নিয়মিত মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করে ভেভো চ্যানেলে আপলোড করছেন রাকিব মোসাব্বির।

এ প্রসঙ্গে রাকিব বলেন, 'আমি ফেসবুক ব্যবহার করি আমার ভক্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য এবং আমার সাম্প্রতিক কাজের আপডেটগুলো জানানোর জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার নাম ও ফটো ব্যবহার করে অসংখ্য ফেইক আইডি ফেসবুকে রয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে আমার ভক্তরা নিয়মিত রিপোর্ট করে কিছু কিছু আইডি বন্ধ করতে সমর্থ হলেও বলা যায় নিয়মিতই আইডি তৈরি হচ্ছে। এ

কারণে উপলব্ধি করলাম একটি ভেরিফায়েড লাইক পেজ দরকার। এতে অন্তত আমার ভক্তরা বিভ্রান্ত হবেন না। এ থেকেই ফেসবুকে আমার ফ্যানপেজ তৈরি করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তা ভেরিফায়েড করা হয়। আর ইউটিউবে আমার তৈরি অনেক জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিও বিভিন্ন আইডি থেকে অসংখ্যবার আপলোড করা হয়েছে। ফলে একটি মিউজিক ভিডিও সঠিক ভিউয়ার পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য চলতি বছর ইউটিউবে আমার ভেভো চ্যানেল তৈরির উদ্যোগ নেই। এতে আমার শ্রোতারা নতুন মিউজিক ভিডিওগুলো প্রথমেই আমার ভেভোতে দেখতে পাচ্ছেন। আর কপিরাইটও অক্ষুণ্ন থাকছে।'

মোবাইল কনটেন্টের প্রসঙ্গে রাকিব বলেন, 'বর্তমানে অডিও বাজারের অবস্থা তেমন ভালো নয়। মোবাইল ফোনের ওয়েলকাম টিউন ও রিংটোন ব্যাক সার্ভিসের মাধ্যমেই মূলত একজন শিল্পী বা সংগীত পরিচালক বেশি অর্থ আয় করতে পারেন। এর জন্য আমি নিজে একটি অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'টোন ফেয়ার' করেছি এবং এই কোম্পানির ব্যানারে আমার গানগুলো মোবাইল ফোনের কনটেন্ট হিসেবে ছাড়ছি। চলতি বছরের শুরুতেই আমার দুটি অ্যালবাম মোবাইল ফোনে প্রকাশ করেছি। শিগগিরই আরও কয়েকটি অ্যালবাম মোবাইল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ছাড়ার প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া গুগল প্লেস্টোরে কিছুদিন পরই আমার নামে একটি অ্যাপস পাওয়া যাবে। এই অ্যাপস থেকে শ্রোতারা আমার নতুন-পুরনো গান শুনতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন।'

ফেসবুক ফ্যানপেজ :
facebook.com/rakib.musabbir.9
ইউটিউব চ্যানেল :
youtube.com/user/RakibMusabbirVEVO
প্রয়োজনে রাকিব মোসাব্বির : ০১৬৮৯০৮৯৬৪৭ কজ

# জি-মেইলে কাজ করার কয়েকটি টিপ

*বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও সুবিধাসম্পন্ন ই-মেইল ব্যবস্থা জি-মেইল। গুগলের এই প্রযুক্তিতে বিশেষভাবে ই-মেইল পাঠানোসহ নানা সুবিধা আছে, যা অনেকেরই অজানা। এসব সুবিধার কোনোটি সরাসরি জি-মেইল সেটিং পরিবর্তন করেই পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক্সটেনশন (গুগলের ব্রাউজার ক্রোম বা জি-মেইলের জন্য তৈরি ছোট সফটওয়্যার) যুক্ত করে নিতে হয়। সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জি-মেইলের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, যা অনেকেই জানেন না।*

## প্রিশিডিউল মেসেজেস

ই-মেইল লিখে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয় কখন, কোথায় ই-মেইলটি পাঠানো হবে। এ সুবিধাই হলো প্রিশিডিউল মেসেজেস (Preschedule messages)। এই সুবিধার জন্য 'রাইট ইনবক্স' বা 'বুমেরাং' নামে এক্সটেনশন গুগল ক্রোমে যুক্ত করে নিতে হবে। সাধারণত মাসে ১০টি পর্যন্ত প্রিশিডিউল মেসেজেস সুবিধা বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। তবে সীমাহীন এই সুবিধা পেতে মাসে সর্বনিম্ন ৫ মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়। আর 'গুগলের শিটে' পরিবর্তন এনে এই সুবিধা বিনামূল্যেই করে নেয়া সম্ভব।

## ই-মেইল পড়া হয়েছে কি না জানা

ই-মেইল পাঠানোর পর মাঝেমধ্যেই দেখা যায় প্রাপক তা পায়নি বা পড়েনি। কারও কাছে পাঠানো ই-মেইল পড়া হয়েছি কি না, এই তথ্য জানারও সুবিধা আছে জি-মেইলে। গুগল ক্রোমে 'ব্যানানাট্যাগ ই-মেইল ট্র্যাকিং', 'সাইডকিক' বা 'ইন্টেললাইভার্স' যুক্ত করে এ সেবা চালু করা যায়। এই এক্সটেনশনগুলো ব্যবহার করে জানা যায় কোথায়, কখন ও কোন যন্ত্রে ই-মেইলটি খোলা হয়েছে।

## কাজের তালিকা তৈরি

ই-মেইল দিয়ে কাজের তালিকা তৈরির সুবিধা আছে জি-মেইলে। রিমেমবার দ্য মিল্ক নামে একটি এক্সটেনশন গুগল ক্রোম বা ফায়ারবক্স ব্রাউজারে যুক্ত করে এই সুবিধা চালু করা যায়। পরে জি-মেইল চালু করে কোনো মেইলকে কাজের তালিকায় যোগ এবং এর সাথে ক্যালেন্ডার ও ঠিকানা যুক্ত করা যায়।

## আত্মঘাতী মেইল

কিছুদিন আগেই জি-মেইল চালু করেছে আত্মঘাতী মেইল সেবা। 'ডি-মেইল' নামে এই সেবা চালু করে ই-মেইলে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক করে দেয়া যায়। ই-মেইলটি খোলার নির্দিষ্ট সময় পর এটি মুছে যায়। এই সুবিধার জন্য গুগল ক্রোমে নির্দিষ্ট এক্সটেনশন যুক্ত করতে হয়। এছাড়া বেশ কিছুদিন ধরেই ই-মেইল পাঠানোর পরও তা বাতিল করার সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। তবে মেইল পাঠানোর পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাতিল করার সুবিধা কাজ করে।

## একসাথে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট

জি-মেইল ল্যাবের মাধ্যমে কয়েকটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট একই সময় খুলে রাখা যায়। এর ফলে নিজের কয়েকটি অ্যাকাউন্টের মেইল সহজেই পড়া যায়।

## ইন্টারনেট ছাড়াও কাজ

জি-মেইল অফলাইন অ্যাপ ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা অবস্থায়ই মেইল সুবিধা পাওয়া যাবে। ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়ার পরপরই এটি জি-মেইলের কোনো পরিবর্তন কার্যকর হবে।

## বিভিন্ন সুবিধা একসাথে

ই-মেইলে সব সুযোগ-সুবিধা একসাথে আনার চেষ্টা করছে গুগল। গুগলের সর্বাধুনিক ব্যবস্থায় টাস্ক, স্নুজ সুবিধা, ঠিকনার তালিকাসহ অনেক কিছুই ইনবক্সে পাওয়া যায়। আর ডেস্কটপ বা মোবাইল সব প্লাটফর্মেই এসব সুবিধা কাজ করে কজ